রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৮, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৮ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.৩০৬—কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু কিউবা প্রজাতন্ত্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল আলেজান্দ্রো কাস্ত্রো রুজ গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

২। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর দলের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা এদেশের জনগণ চিরদিন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশসমূহের মধ্যে কিউবা অন্যতম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত অনুরাগী ও বন্ধু ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফিদেল কাস্ত্রোকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা'য় ভূষিত করা হয়।

৩। ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং কিউবার সরকার ও জনগণ এবং ফিদেল কাস্ত্রোর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৪। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৩
ঢাকা: ----------
০৫ ডিসেম্বর ২০১৬

কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস, বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু কিউবা প্রজাতন্ত্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল আলেজান্দ্রো কাস্ত্রো রুজ গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। মহান এই নেতার মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্ববাসীর সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণও শোকাভিভূত।

ফিদেল কাস্ত্রোকে বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের প্রতীক হিসাবে অভিহিত করা হয়। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন সর্বদা প্রতিবাদী ও সোচ্চার। বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত, মুক্তিকামী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক সমর্থন ও প্রত্যক্ষ অবদান বিশ্ববাসীর নিকট তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

ফিদেল কাস্ত্রোর সফল নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কিউবার স্বৈরাচারী বাতিস্তা সরকারকে উৎখাত করে ১৯৫৯ সালে কিউবা একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রয়াত এই নেতা সুদীর্ঘ ৪৯ বছর কিউবার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি ফিদেল কাস্ত্রো ও তাঁর দলের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা এদেশের জনগণ চিরদিন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশসমূহের মধ্যে কিউবা অন্যতম।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত অনুরাগী ও বন্ধু ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রো। ১৯৭৩ সালে আলজিয়ার্সে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সম্মেলনে ফিদেল কাস্ত্রো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আলিঙ্গন করে মন্তব্য করেন — 'আমি হিমালয় দেখিনি। কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়সদৃশ। এভাবেই আমার হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে।' বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এই ছিল তাঁর আবেগঘন অসামান্য উক্তি। এই দুই নেতার গভীর বন্ধুত্ব, পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বাংলাদেশ ও কিউবাকে কাছাকাছি এনেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফিদেল কাস্ত্রোকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা'য় ভূষিত করা হয়।

তাঁর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও মানবিক জীবনদর্শনের কারণে তিনি হয়ে ওঠেন নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পথিকৃত। সারল্য ও সততা এবং উদার মনোবৃত্তির অধিকারী এই মহান নেতা বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মহান এই ব্যক্তির মৃত্যুতে বিশ্ব হারাল এক মহান নেতা এবং বাংলাদেশ হারাল তার দীর্ঘদিনের এক অকৃত্রিম বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে।

মন্ত্রিসভা ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। কিউবার সরকার ও জনগণ এবং ফিদেল কাস্ত্রোর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি মন্ত্রিসভা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd